প্রাক-আধুনিক চীনে জেন্ট্রির ভূমিকা আলোচনা করুন

প্রাক-আধুনিক চীনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে জেন্ট্রি (পণ্ডিত রাজকর্মচারী)দের বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল। চীনা সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী প্রভাবশালী গোষ্ঠী জেন্ট্রিরা সরকারী কর্মচারী ও কৃষকদের মধ্যে যোগসূত্র। জাঁ শেনো বলেছেন – "জেন্ট্রিরা ছিল প্রকৃত অর্থে চীনের শাসক শ্রেণী; তারা তিনটি জিনিসের অধিকারী ছিল – ক্ষমতা, জ্ঞান ও জমি।" উনিশ শতকে এদের সংখ্যা ছিল ১.১ মিলিয়ন এবং বিশ শতকে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১.৫ মিলিয়ন।

বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারী জেন্ট্রিদের একাংশ কনফুসীয় রীতিতে পরিচালিত পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উচ্চ সরকারী পদ লাভ করত এবং লাভ করত সরকারী জমির একাংশ। অবশ্য তারা সবাই পরীক্ষায় কৃতকার্য হত না। তবে সব জেন্ট্রি উচ্চ সরকারী পদ না পেলেও ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিল। কারণ প্রাচীন কাল থেকেই চীনে জমি ছিল অর্থনৈতিক ক্ষমতার উৎস। সাধারণত কনফুসীয় ডিগ্রিধারী ও সরকারী পদাধিকারীরাই জমির অধিকারী হতে। তবে সামাজিক মর্যাদার কারণেই জেন্ট্রিরা সম্পদশালী সম্প্রদায় রূপে আত্মপ্রকাশ করে ছিল।

চীনা সমাজের নেতা এবং সমাজ ব্যবস্থা, লি ধর্ম ও নৈতিকতার রক্ষক জেন্ট্রিরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এবং লাভ করত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা। কনফুসীয় মন্দিরের অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদানের অধিকারী ছিল কেবলমাত্র জেন্ট্রিরা। সাধারণের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য তারা নীল পাড়যুক্ত কালো রঙের এক ধরনের বিশেষ পোশাক পরত, এবং তাদের ঘোড়া ছিল জিন, লাগাম, কিংখাব ইত্যাদি দিয়ে সাজ্জিত। সরকারী উচ্চপদে আসীন জেন্ট্রিগন তাদের জামায় এক বিশেষ ধরনের বোতাম ব্যবহার করত। একজন সাধারন মানুষ, যত ধনী হোক না কেন, উপরিউক্ত জিনিসগুলি ব্যবহার করতে পারত না।

জেন্ট্রিরা কায়িক পরিশ্রমের কাজ করত না। বিশেষ সামাজিক অবস্থান ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের কারণে ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, তারা বিদ্যাচর্চা ও অন্যান্য বৌদ্ধিক কর্মের সাথেই শুধুমাত্র যুক্ত থাকবে। তাছাড়া সাধারন মানুষের তুলনায় তারা রাষ্ট্রকে কম কর প্রদান করত। বড় বাড়িতে (শেন হু) বসবাস করলেও জেন্ট্রিদের গৃহ কর ছিল ছোট গৃহ (মিন হু) ব্যবহারকারী সাধারন মানুষের তুলনায় কম। একজন জেন্ট্রির বিপুল জমিতে অনেক চাষী কাজ করত। কিন্তু রাষ্ট্রের করের সিংহভাগ আসত চাষীদের কাছ থেকে, ভূস্বামী জেন্ট্রিদের কাছ থেকে নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কর মুকুবের সুযোগও পেত তারা।

আর্থ-সামাজিক সুবিধা ছাড়াও জেন্ট্রিরা কিছু বিচার বিভাগীয় সুবিধা পেত। সাধারন মানুষ জেন্ট্রিকে অপমান করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হত। সাধারন মানুষ জেন্ট্রিদের সাক্ষী হিসাবে মামলায় জড়াতে পারত না। বড় ধরনের অপরাধ করলেও তারা লঘু শাস্তি পেত। কোন মামলায় জড়িয়ে পড়লেও তারা আদালতে হাজিরা দিতে বাধ্য ছিল না, তারা পাঠিয়ে দিত কোন ভৃত্যকে।

প্রাক-আধুনিক চীনের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জেন্ট্রিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে সাধারন মানুষের যোগসূত্র ছিল তারা। ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদের সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করত ও স্থানীয় সমস্যার সমাধান করত। জল পথ পরিষ্কার করা, বাঁধ ও সেতু নির্মান, জল সেচের তদারকি, বিদ্যালয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, ত্রান বন্টন ইত্যাদি জনহিতকর কার্যাবলীর তদারকির ভার ছিল জেন্ট্রিদের উপর। গ্রামে মন্দির ও স্মৃতিসৌধ রক্ষনাবেক্ষনের পাশাপাশি স্থানীয় ইতিহাস রচনা করাও ছিল এই শ্রেনীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্তি। কনফুসিয়াস প্রচারিত আদর্শ সমাজ গঠনে জেন্ট্রিদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনহিতকর কাজের মাধ্যমে জেন্ট্রিরা রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতেন।

স্থানীয় আমলা (ম্যান্ডারিন)-দের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় জেন্ট্রিদের উপর নির্ভরশীল থাকতে হত। ম্যান্ডারিনরা জেন্ট্রিদের সম্মান করত ও তাদের বক্তব্য শুনত। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তারা দরবার করত সাধারন মানুষের হয়ে। স্থানীয় দেওয়ানি মামলার নিস্পত্তিতে জেন্ট্রিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বাইরে সালিশীর মাধ্যমে স্থানীয় বিবাদের মীমাংসার পাশাপাশি শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছিল তাদের দায়িত্ব। স্থানীয় ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটরা আইনী ক্ষমতাভোগ করত, আর আইন-বহির্ভূত বিরাট ক্ষমতা ছিল জেন্ট্রিদের হাতে। তবে ম্যাজিস্ট্রেট ও জেন্ট্রিদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটত না, কারন সাধারনত একই বিশেষ রাজনৈতিক স্তর ছিল তাদের উভয়ের ক্ষমতার উৎস।

জেন্ট্রিরা নিজেদের চীনা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে গন্য করতেন। চীনের মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টিকে তাঁরা নিজেদের কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করতেন এবং এই উদ্দেশ্যে কিছু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তারা। এখান থেকে তারা সাধারন মানুষের কাছে মাসে দুবার সম্রাট কং-শির রাজনৈতিক ও নৈতিক কর্তব্য সংক্রান্ত ১৬টি বানী সম্বলিত পবিত্র নির্দেশ ব্যাখ্যা করে শোনাত। কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ দায়িত্বশীল মানুষ গড়ার কাজের দায়িত্ব ছিল জেন্ট্রিদের। এই বিদ্বান, সম্পন্ন, ভদ্র ও রুচিবান মানুষেরা শিল্প, সংগীত, কাব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করত। তারা স্থানীয় গেজেটিয়ার প্রকাশ করে সেখানে আঞ্চলিক ইতিহাস ও স্থানীয় ব্যাক্তিদের জীবনী লিপিবদ্ধ করত। ইতিহাস রচনার মধ্যে দিয়ে তারা অনুগত, কর্তব্যনিষ্ঠ, ধর্মপ্রান ও শুদ্ধাচারী মানুষ তৈরীর কথা ভেবেছিল।

জেন্ট্রিরা ছিল জনগনের স্বাভাবিক নেতা, সরকার ও জনগনের মধ্যে যোগসূত্র। সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ মাথাচাড়া দিলে এবং তা দমনে সরকার ব্যর্থ হলে জেন্ট্রিরা বেসরকারী বাহিনী গঠন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করত। এলাকার দুর্গ ও নগর প্রকার নির্মান ও সংস্কার করে এবং তহবিল গঠন করে তারা অরাজকতার অবসান ঘটাতে সক্রিয় হত। এমনকি সরকার অত্যাচারী হলে তার বিরুদ্ধেও

তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারত। জেন্ট্রিদের এই প্রবল সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে ঝাঁ শেন্যো প্রমুখ চীনা সমাজকে জেন্ট্রি সমাজ রূপে অভিহিত করেছেন।

ঝাঁ শেন্যো মতে ছিল চীনের প্রকৃত শাসক শ্রেণী। এরা ছিল ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও ভূসম্পত্তি এই তিনটি জিনিসের অধিকারী। কনফুসীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী পদ ও জমি পেত তারা। তবে, এরা সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারত না। এরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ছিল না। অনেকেই ছিল ছোট ছোট জমিদারীর মালিক। কিন্তু এই শ্রেণীর সাথে যুগযুগ ধরে সামাজিক সম্মান জড়িয়ে ছিল। কিছু কিছু আর্থ-সামাজিক সুবিধা তারা ভোগ করত। এই বিশিষ্ট, ভদ্র অভিজাতরা প্রাসাদোপম বাড়িতে বসবাস করত ও উন্নত জীবনযাপন করত।

জমির মালিকানার সাথে মর্যাদা ও সামাজিক প্রতিপত্তি বিষয়টিও জড়িত থাকায় জেন্ট্রি শ্রেণী উদ্বৃত্ত পুঁজি সাধারণত জমিতেই বিনিয়োগ করতেন। তবে ফেয়ার ব্যাঙ্ক মনে করেন জেন্ট্রি শ্রেণীকে নিছক একটি ভূস্বামী শ্রেণী হিসাবে দেখাও একটি অতিসরলীকৃত সিদ্ধান্ত। কারণ তারা এবিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, কেবলমাত্র ভূসম্পত্তির উপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পদ পাওয়ার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জরুরী। সুতরাং ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার আবশ্যিক শর্ত ছিল শিক্ষা। ফেয়ারব্যাঙ্কের মতে "একটি শ্রেণী হিসাবে জেন্ট্রিরা জাতীয় রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রত্যক্ষভাবে অর্জন করতেন বৌদ্ধিক বিকাশের মাধ্যমে, আর পরোক্ষভাবে সম্পদ ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে।"

জেন্ট্রি শ্রেণী শুধুমাত্র ভূমির উপর নির্ভরশীল ছিল না, ব্যাঙ্কিং, শিল্প ও বাণিজ্যেও তারা যুক্ত ছিল। বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত জমিতে লগ্নী করে তারা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করত। চীনে কৃষিতে জলসেচ ব্যবস্থা জেন্ট্রিদের উদ্যোগে গঠিত ও প্রসারিত হয়েছিল। তবে ঝাঁ শেন্যোর মতে চীনে একটি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দেশের বৃহৎ সংখ্যক কৃষক কতিপয় ভূস্বামী জেন্ট্রিদের উপর অর্থনৈতিক ও অর্থ রাষ্ট্রিক দিক দিয়ে নির্ভরশীল ছিল এবং তারা মেনে চলত জেন্ট্রিদের নির্দেশ। আর্থিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার এই অভিনব সমন্বয়কে জোসেফ নিডহ্যাম "আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র" আখ্যা দিয়েছেন।

অবশ্য ভূমির উপর নির্ভরশীল হলেও ইউরোপের সামন্তদের সাথে জেন্ট্রিদের সাদৃশ্য ছিল না। কারণ ইউরোপের মত চীনে স্তর বিন্যস্ত ভূমি ব্যবস্থা ছিল না, ছিল না ভূমিদাস প্রথা এবং কৃষকদের অধিকার ও ছিল, স্বাধীনতাও ছিল।

সবশেষে বলা যায়, বিতর্কিত বিষয়ে সালিশী করা থেকে শুরু করে জনকল্যাণকর কাজে সাহায্য করা, স্থানীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা ইত্যাদি নানা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন জেন্ট্রিরা। আঞ্চলিক স্তরে সরকার ও জনসাধারণের যোগসূত্র জেন্ট্রিরা একদিকে প্রশাসকদের স্থানীয় বিষয়ে পরামর্শ দিতেন এবং অন্যদিকে সাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি তারা তুলে ধরতে প্রশাসকদের সামনে।

তারা প্রয়োজনে শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানেও নেতৃত্ব দিত, সুতরাং বলা যায় তারাই ছিল সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী শ্রেণী। শিক্ষা সম্পদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিল। তাই ইম্যানুয়েল সু-কে অনুসরণ করে বলা যায় — যুক্তিসঙ্গতভাবেই চীনকে কখনো কখনো একটি জেন্ট্রি রাষ্ট্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হত।